দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশো আটানব্বই

ঐশ্বরিক সমাবেশ ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সমন্বয়: দানিয়েল ১১:৪০-এর অন্ত্যকালবিষয়ক কাঠামোয় ১৪৪,০০০-এর ভূমিকা

Jeff Pippenger
2024-05-01

আমরা পোপতন্ত্রের রেখা, ধর্মত্যাগী রিপাবলিকানবাদের রেখা, ধর্মত্যাগী প্রোটেস্টান্টবাদের রেখা এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের রেখাকে দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদের গোপন ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করছি। আমরা বর্তমানে আলোচনা করছি যে খ্রিস্ট তাঁর জনগণকে দুইবার সমবেত করেন, এবং তাঁর জনগণকে দ্বিতীয়বার সমবেত করার সকল চিত্রণ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের চূড়ান্ত সিলমোহর প্রদানের প্রক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে।

যখন সংস্কারের রেখায় ঐশ্বরিক প্রতীক অবতীর্ণ হয়, তখন প্রভু এক নির্বাচিত জনগোষ্ঠীকে একত্র করেন, যাদের পরে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার প্রক্রিয়ার শেষে একটি ছত্রভঙ্গ ঘটে, এবং তার পর তিনি সেই নির্বাচিত জনগণকে দ্বিতীয়বার একত্র করেন, যদিও পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় অনেকেই বাদ পড়ে। খ্রীষ্ট তাঁর বাপ্তিস্মের সময় থেকেই তাঁর শিষ্যদের একত্র করা শুরু করেন, এবং ক্রুশবিদ্ধতার সময় শিষ্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাঁর পুনরুত্থানের পর তিনি পেন্টেকস্টের পূর্বে দ্বিতীয়বার শিষ্যদের একত্র করেন। এই রেখা নির্দেশ করে যে রবিবারের আইন আসার ঠিক আগে—যা পেন্টেকস্ট দ্বারা প্রতীকায়িত—এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে দ্বিতীয়বার একত্র করা হয়। ক্রুশ একটি হতাশা নির্দেশ করে, যার পর দ্বিতীয়বার সমবেতকরণ ঘটে।

ক্রুশবিদ্ধতার পর দ্বিতীয় সমাবেশ শুরু হয়েছিল, যখন খ্রিষ্ট তাঁর পুনরুত্থানের পরে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে অবতরণ করলেন। যখন ঐশ্বরিক প্রতীক অবতরণ করে, তখন ঈশ্বরের লোকদের বার্তাটি খেতে হয়, এবং খ্রিষ্ট অবতরণ করার পর তিনি শিষ্যদের সঙ্গে খেয়েছিলেন।

> আর যখন তিনি তাদের সঙ্গে ভোজন করতে বসেছিলেন, তখন তিনি রুটি নিলেন, আশীর্বাদ করলেন, ভাঙলেন এবং তাঁদের দিলেন। তখন তাদের চোখ খুলে গেল, তারা তাঁকে চিনল; আর তিনি তাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন। লূক ২৪:৩০, ৩১।

ক্রুশের পর দ্বিতীয় সমাবেশে খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের উপর "শ্বাস ফুঁকে" পবিত্র আত্মা দিলেন।

> খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা ফুঁ দিয়ে দিলেন এবং তাঁদের তাঁর শান্তি প্রদান করলেন—এই কাজটি ছিল পেন্টেকস্টের দিনে যে প্রাচুর্যপূর্ণ বর্ষণ দেওয়া হবে, তার আগে কয়েক ফোঁটার মতো। স্পিরিট অব প্রফেসি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪৩।

১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিলের হতাশার পর দ্বিতীয় সমাবেশে, খ্রিস্ট ১৮৪৩ সালের ভ্রান্তি থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন।

> সেসব বিশ্বস্ত, হতাশ লোকেরা, যারা বুঝতে পারছিল না কেন তাঁদের প্রভু আসেননি, তাঁদের অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়নি। আবার তাঁদের বাইবেল খুলে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক

সময়কালগুলো অনুসন্ধান করতে পরিচালিত করা হলো। হিসাবের ওপর থেকে প্রভুর হাত সরিয়ে নেওয়া হলো, এবং ভুলটির ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। তাঁরা দেখলেন যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল 1844 সাল পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং 1843 সালে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল সমাপ্ত হয়েছে—এটা দেখাতে যে একই প্রমাণ তাঁরা উপস্থাপন করেছিলেন, সেটোই প্রমাণ করল যে সেগুলো 1844 সালে সমাপ্ত হবে। Early Writings, 237.

হতাশার সময়ে দ্বিতীয় স্বর্গদূত "তার হাতে একটি লিখো" নিয়ে অবতরণ করলেন।

"আরেকজন পরাক্রমশালী স্বর্গদূতকে পৃথিবীতে অবতরণ করতে নিযুক্ত করা হলো। যিশু তাঁর হাতে একটি লিখিত দলিল দিলেন, এবং তিনি যখন পৃথিবীতে এলেন, তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'বাবিলন পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে।' আর্লি রাইটিংস, ২৪৭।"

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সাথে যে পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ে সমাপ্ত হয়েছিল, যখন পবিত্র আত্মা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল এবং বার্তাটি জলোচ্ছ্বাসের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি ক্রুশবিদ্ধতার পর স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছিল, যখন পেন্টেকস্টে পবিত্র আত্মা ঢেলে দেওয়ার আগে পঞ্চাশ দিনের একটি সময়কাল ছিল; সেই সময়কাল আবার চল্লিশ দিনের এক পর্ব এবং তার পরবর্তী দশ দিনের আরেক পর্ব নিয়ে গঠিত ছিল, যার সমাপ্তি ঘটেছিল পেন্টেকস্টে।

"ঈশ্বরের লোকদের উচিত সর্বদা প্রার্থনায় তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে থাকা। প্রথম দিকের শিষ্যরা যখন অনুনয়-প্রার্থনায় দশ দিন অতিবাহিত করলেন, সব মতভেদ একপাশে রাখলেন, এবং গভীর আত্ম-অনুসন্ধান, পাপস্বীকার ও পাপপরিত্যাগ, এবং পবিত্র সহভাগিতায় একত্র হওয়ার বিষয়ে তারা যখন ঐক্যবদ্ধ হলেন—তখনই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপর নেমে এলেন, এবং খ্রিষ্টের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল। পবিত্র আত্মার এক অপূর্ব বর্ষণ ঘটল। হঠাৎ স্বর্গ থেকে প্রবল বেগে ধাবমান এক ঝড়ো বাতাসের মতো শব্দ এল, এবং তারা যেখানে বসে ছিলেন সেই সমগ্র বাড়িটি তা দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেল। 'আর সেই দিনই তাঁদের সঙ্গে প্রায় তিন হাজার জন যোগ হলেন।'" Review and Herald, ১১ মার্চ, ১৯০৯.

চল্লিশ দিন খ্রিস্ট শিষ্যদের সঙ্গে থেকে তাঁদের শিক্ষা দিতেন; তারপর তিনি স্বর্গারোহণ করলেন। পরবর্তী দশ দিন ছিল পেন্টেকস্টে পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য পূর্বপ্রস্তুতির সময়। ক্রুশবিদ্ধতার পরবর্তী চল্লিশ দিনের শিক্ষা ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪ থেকে ১২ আগস্ট, ১৮৪৪-এ এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ের সূচনা পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পেন্টেকস্টের পূর্ববর্তী দশ দিন ১২ থেকে ১৭ আগস্ট, ১৮৪৪-র সময়কে নির্দেশ করে, যখন মিলারাইটরা স্যামুয়েল স্নোর মাধ্যমে আনা মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সেই ক্যাম্প মিটিংয়ে দুটি শ্রেণি প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সভার শেষে কেবল এক শ্রেণিই পেন্টেকস্টের সেই বর্ষণ গ্রহণ করেছিল। চল্লিশ দিনে প্রতীকায়িত সেই সময়কালে এক শ্রেণি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, আর অন্য শ্রেণি সেই শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল। যখন মধ্যরাত্রির আহ্বান এল, এক শ্রেণির কাছে তেল ছিল, অন্যটির ছিল না।

'যখন বর দেরি করলেন, তারা সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।' বরের দেরির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে সেই সময়ের অতিক্রম, যখন প্রভুর আগমন প্রত্যাশিত ছিল, সেই হতাশা এবং আপাত বিলম্ব। এই অনিশ্চয়তার সময়ে, পৃষ্ঠস্থ ও অর্ধমনা লোকদের আগ্রহ শীঘ্রই টলতে শুরু করল, এবং তাদের প্রচেষ্টা ঢিলে হয়ে গেল; কিন্তু যাদের বিশ্বাস বাইবেলের ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ছিল, তাদের পায়ের নিচে ছিল

একটি শিলা, যা হতাশার ঢেউ ধুয়ে মুছে দিতে পারেনি। 'তারা সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল;' এক শ্রেণি উদাসীনতায় এবং তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে, অন্য শ্রেণি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল, যতক্ষণ না আরও স্পষ্ট আলো দেওয়া হয়। তবু পরীক্ষার রাতে, পরের শ্রেণিটি কিছুটা তাদের উৎসাহ ও ভক্তি হারিয়েছে বলে মনে হলো। অর্ধমনা ও পৃষ্ঠস্থরা আর তাদের সহবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ওপর ভর করতে পারল না। প্রত্যেককে নিজে দাঁড়াতে বা পড়ে যেতে হবে। The Great Controversy, 395.

পেন্টেকস্টের আগের দশ দিন এবং এক্সেটার ক্যাম্প মিটিংয়ের সময়ে, খ্রিস্ট দ্বিতীয়বার তাঁর লোকদের একত্র করছিলেন, যারা তাঁর বার্তা বিশ্বে বহন করবে তাদের পাঠানোর পূর্বেই। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূত অবতরণ করলে, ক্ষুদ্র পাল আবার নিরাশ হয়ে ছত্রভঙ্গ হলো, কিন্তু ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরই একটি শিক্ষার সময়কাল শুরু হলো, যখন খ্রিস্ট তাঁর লোকদের অতিপবিত্র স্থানে নিয়ে গেলেন। ১৮৪৯ সালে, প্রভু দ্বিতীয়বার তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, আবার জড়ো করতে তাদের, যাদের তিনি ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল ও ২২ অক্টোবরের হতাশা থেকে উদ্ধার করে একত্র করছিলেন।

১৮৪৪ সালে, নির্দেশনা ছিল সেই বার্তা সম্পর্কে, যা তৃতীয় স্বর্গদূত নেমে আসার সময় তাঁর হাতে ছিল, কিন্তু মহা হতাশার পর যে "সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সময়কাল" এসেছিল, তাতে অনেকেই পথ হারিয়েছিল। ১৮৪৯ সালের মধ্যে, ছোট্ট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পালকে একত্র করার কাজের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু সেই ইতিহাসে যে বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা ছিল ১৮৬৩ সালের পরাজয় এবং আধুনিক ইস্রায়েলের প্রথম কাদেশ। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ভবিষ্যৎ বিজয় এবং দ্বিতীয় কাদেশে তাঁদের কাজ বিলম্বিত হয়েছিল।

যখন প্রভু ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ অবতরণ করলেন, তিনি তাঁর শেষ দিনের লোকদের একত্র করলেন, তাঁদের খাওয়ার জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক খাদ্য দিলেন, অন্তিম বৃষ্টি ছিটাতে শুরু করার সময় তাঁদের উপর তাঁর আত্মা প্রবাহিত করলেন, এবং তিনি এমন এক পরীক্ষা-প্রক্রিয়া শুরু করলেন যা ১৮ জুলাই, ২০২০-এ গিয়ে পৌঁছাল, যেদিন তাঁর শেষ দিনের লোকেরা হতাশ হয়ে ছত্রভঙ্গ হল। সাড়ে তিন দিন তারা রাস্তায় মৃত অবস্থায় ছিল। সাড়ে তিন দিন এবং খ্রিষ্টের সময়ের চল্লিশ দিনের সময়কাল—উভয়ই অরণ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই অরণ্যকালটি ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪ থেকে ১২ আগস্ট, ১৮৪৪ পর্যন্ত সময়কাল দ্বারা যেমন প্রতিনিধিত্ব পায়, তেমনি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত সময়কাল দ্বারাও প্রতিনিধিত্ব পায়।

জুলাই ২০২৩ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত, অর্থাৎ পেন্টেকস্টের আগে থাকা দশ দিন; এক্সেটারে ১২ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ক্যাম্প মিটিং; এবং ১৮৪৯ থেকে ১৮৬৩ সালের সময়কাল—সবকটি একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলো ঈশ্বরের শেষ দিনের লোকদের দ্বিতীয় সমাবেশের সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে। হতাশা থেকে পবিত্র আত্মার বর্ষণ পর্যন্ত সময়টি দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত।

দানিয়েলের গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদের লুকায়িত ইতিহাসে ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ (নামমাত্র গির্জা), লাওদিকিয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিবাদ (নামমাত্র অ্যাডভেন্টিবাদ), ক্যাথলিকধর্ম এবং সত্য প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধারাগুলোর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এই চারটি ধারা দেখায় যে সত্য প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ড্রাগন (ইউদাস), পশু (ক্যাথলিকধর্ম) এবং মিথ্যা নবী (ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ)—এই ত্রিবিধ ঐক্যের সঙ্গে বিরোধে রয়েছে।

ঐ একই গোপন ইতিহাসের মধ্যেই ধর্মত্যাগী রিপাবলিকানবাদের ধারাটিও চিত্রিত হয়েছে। সে ধারার মধ্যে ডেমোক্র্যাট দল (ড্রাগন) ও রিপাবলিকান দল (পশুর প্রতিমা)-এর মধ্যে এক বিরোধ উপস্থাপিত হয়েছে। পশুর প্রতিমা গঠনে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা রিপাবলিকান দলের, এবং তা করতে গিয়ে এটি পশুর (পোপতন্ত্র) ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। ঈশ্বরের বাক্যে বলা হয়েছে যে পোপতন্ত্র, যে উত্তর দেশের রাজা এবং একই সঙ্গে সেই পশু, তাকে ঈশ্বরের বিচারের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সেবার পারিশ্রমিকস্বরূপ মিশর (ড্রাগন) প্রদান করা হয়।

> হে মানবপুত্র, বাবিলের রাজা নেবুখদ্রেজ্জার টায়রাসের বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে মহা পরিশ্রমে নিযুক্ত করেছিলেন; প্রত্যেকের মাথা টাক হয়ে গিয়েছিল, এবং প্রত্যেকে কাঁধ ছুলে গিয়েছিল; তবুও তিনি কিংবা তাঁর সৈন্যবাহিনী—টায়রাসের জন্য—তাদের যে সেবাটি তার বিরুদ্ধে করেছিল তার কোনো মজুরি পায়নি। অতএব প্রভু ঈশ্বর এইরূপ বলেন: দেখ, আমি বাবিলের রাজা নেবুখদ্রেজ্জারকে মিশরদেশ দেব; এবং সে তার বহুজনকে নিয়ে যাবে, তার লুট নেবে, তার শিকার নেবে; আর এটি হবে তার সৈন্যবাহিনীর মজুরি। আমি তাকে মিশরদেশ দিয়েছি সেই পরিশ্রমের প্রতিফল হিসেবে, যা দিয়ে সে তার বিরুদ্ধে সেবা করেছিল, কারণ তারা আমার জন্য কাজ করেছে, প্রভু ঈশ্বর বলছেন। সেই দিনে আমি ইস্রায়েলের গৃহের শিঙকে অঙ্কুরিত করব, এবং আমি তাদের মধ্যে তোমাকে মুখ খোলার ক্ষমতা দেব; এবং তারা জানবে যে আমিই প্রভু। ইজেকিয়েল ২৯:১৮–২১।

নেবুখদনেজার, যিনি উক্ত অংশে উত্তরের রাজা, তাঁকে তাঁর মজুরিরূপে মিশরের দেশ দেওয়া হয়; এভাবে এটি প্রতীক করে যে শেষ কালে পোপতন্ত্রকে মিশর দেওয়া হবে—যা ড্রাগন, যা দশ রাজা, অর্থাৎ জাতিসংঘ—যারা অল্প সময়ের জন্য তাদের সপ্তম রাজ্য জন্তুর হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়।

> আর যে দশটি শিং তুমি পশুর উপর দেখেছিলে, তারা সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করবে, তাকে উজাড় ও নগ্ন করবে, তার মাংস খাবে, এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। কারণ ঈশ্বর তাঁদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন যে তাঁরা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবে, এবং একমত হবে, এবং তাঁদের রাজ্য পশুর হাতে দেবে, যতক্ষণ না ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পূর্ণ হয়। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৬, ১৭।

এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিশোধটি দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম পদেও উপস্থাপিত হয়েছে।

> তিনি দেশসমূহের উপরেও তাঁর হাত প্রসারিত করবেন; এবং মিশরের দেশ রেহাই পাবে না। দানিয়েল ১১:৪২।

অন্তিম বর্ষার সময়ে পোপতন্ত্র ড্রাগনের শক্তির উপর বিজয়ী হয়, কারণ এই পরিশোধ সম্পন্ন হয় সেই 'দিন'-এর 'মধ্যে', যখন ঈশ্বর 'ইস্রায়েলের গৃহের শিঙকে অঙ্কুরিত করান'। ঈশ্বরের ইস্রায়েলকে অঙ্কুরিত করায় যে বৃষ্টি, সেটিই, এবং সেই দিনটি শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, যা ছিল পূর্ববায়ুর দিন।

> তিনি যাকোবের বংশধরদের শিকড় গাড়াতে দেবেন; ইস্রায়েল প্রস্ফুটিত হবে ও কুঁড়ি মেলবে, এবং তার ফলে পৃথিবীর মুখমণ্ডল পূর্ণ হবে। তিনি কি তাকে সেইরকম আঘাত করেছেন, যেমন তিনি তার আঘাতকারীদের আঘাত করেছিলেন? কিংবা সে কি সেইরকমভাবে নিহত হয়েছে, যেমন তিনি যাদের হত্যা করেছিলেন, তারা নিহত হয়েছিল? পরিমাপমতো, যখন তা অঙ্কুরিত হয়, তুমি তার সঙ্গে তর্ক করবে; পূর্ব বাতাসের দিনে তিনি তাঁর কঠোর ঝড় থামিয়ে রাখেন। অতএব এই দ্বারা যাকোবের অন্যায় শুচি করা হবে; এবং এটাই সব

ফল—তার পাপ দূর করা; যখন সে বেদীর সব পাথরকে চুনাপাথরের মতো চূর্ণবিচূর্ণ করবে, তখন উপবন ও মূর্তিগুলি আর দাঁড়িয়ে থাকবে না। ইশাইয়া ২৭:৬–৯।

অন্তিম বৃষ্টি ঢালা হচ্ছে যখন, তখন মসির পোপীয় পশুকে দেওয়া হয়। তৃতীয় “হায়”-এর ইসলামকে প্রতিনিধিত্বকারী পূর্ব বাতাসকে ১১ সেপ্টেম্বের, ২০০১-এ “থামিয়ে রাখা” বা সংযত করা হয়েছিল; তখনই অন্তিম বৃষ্টি ছিটিয়ে পড়তে শুরু করে। তারপর, ইস্রায়েলে কুঁড়ি ধরতে শুরু করলে, বৃষ্টি মাপা মাত্রায় (ছিটিয়ে) তাদের উপর পড়তে শুরু করে। রবিবারের আইন আসার সময়, যখন তৃতীয় “হায়” আবার আসে, তখন অন্তিম বৃষ্টি মাত্রাহীনভাবে ঢেলে দেওয়া হয়। ১১ সেপ্টেম্বের, ২০০১ থেকে শীঘ্র আগত রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়ে “যাকোবের অন্যায়” পরিশুদ্ধ করা হয়; এবং হিব্রু ভাষায় “purged” শব্দটির অর্থ “atoned for”। রবিবারের আইন-এর সময় সেই দশ রাজা পশুর এক বিশ্বব্যাপী প্রতিমূর্তি গঠন করে পোপতন্ত্রের সঙ্গে ব্যভিচার করে; তখনই পোপীয় পশুর হাতে মসির (ড্রাগন) সমর্পিত হয়।

রবিবারের আইনের আগে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহর বসানোর সময়, ধর্মত্যাগী রিপাবলিকান শিং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্টেন্ট শিং-এর সঙ্গে মিলে পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করে, এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারায় রিপাবলিকান দল ডেমোক্র্যাটিক দলের ওপর প্রাধান্য পায়, কারণ ডেমোক্র্যাটিক দল একটি ড্রাগন-শক্তি এবং রিপাবলিকান দল হলো সেই শক্তি, যা পোপতন্ত্রের প্রতিমূর্তি গঠন করে।

পৃথিবীর পশুর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমাপ্তি এবং রিপাবলিকান পার্টির সমাপ্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দুই দল প্রজাতন্ত্রবাদের শিং গঠন করে, তবে তারা এমন এক অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের পরিচয় দেয়, যা পৃথিবীর পশুর সমগ্র ইতিহাস জুড়ে চলে। ওই শিংটি (প্রজাতন্ত্রবাদী) পৃথিবীর পশুর দুটি শিংয়ের এক অভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র প্রতিরূপ ধারণ করে।

মিদীয় ও পারসিকদের রাজ্যের সাক্ষ্যে, সেখানে শেষে শিঙটাই বেশি উঁচুতে উঠে এসেছিল, এবং আমেরিকার ইতিহাসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আগে শুরু হলেও, শেষে রিপাবলিকান পার্টি আরও উঁচুতে উঠে আসে এবং ডেমোক্র্যাটদের উপর প্রাধান্য পায়। অন্তিম বর্ষণের ইতিহাসে, যা ১১ সেপ্টেম্বের, ২০০১-এ শুরু হয়েছিল, গ্লোবালিস্ট, ড্রাগন-প্রেরিত ডেমোক্র্যাটরা প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের অতল গহ্বর থেকে উঠে এসে ২০২০ সালের নির্বাচন চুরি করে রিপাবলিকানদের বধ করল। ট্রাম্পের (এবং রিপাবলিকানদের) বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে, যখন তিনি তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা করেছিলেন, এবং এরপর থেকে সেটি কেবল আরও তীব্র হয়েছে।

২০২০ সালে ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচন চুরি করলে, তারা এরপর পেলোসি ট্রায়ালস প্রবর্তন করল, কিন্তু ২০২২ সালে ট্রাম্প তাঁর তৃতীয় প্রচারাভিযান ঘোষণা করলে, ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ভয় নেমে এল, এবং তাদের ক্রোধ আরও বেড়ে গেলে, এবং তারপর তারা ট্রাম্প ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কারণ তারা জানত তাদের সময় অল্প ছিল। তারা তার মৃত্যুকে উদযাপন করছিল, কিন্তু যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাদের ওপর মহা ভয় নেমে এলো।

আর যখন তারা তাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করবে, অতল গহ্বর থেকে ওঠা সেই পশুটি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং তাদের পরাস্ত করে হত্যা করবে। আর তাদের মৃতদেহ সেই মহান নগরের রাস্তায় পড়ে থাকবে, যা আত্মিকভাবে সদোম ও মিসর বলে পরিচিত, যেখানে আমাদের প্রভুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। আর লোক, গোত্র, ভাষা ও জাতির লোকেরা

> সাড়ে তিন দিন তাদের মৃতদেহ দেখবে, এবং তাদের মৃতদেহগুলোকে কবর দিতে দেবে না। আর পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা তাদের নিয়ে আনন্দ করবে, উল্লাস করবে, এবং একে অপরকে উপহার পাঠাবে; কারণ এই দুই ভাববাদী পৃথিবীর বাসিন্দাদের যন্ত্রণা দিয়েছিল। আর সাড়ে তিন দিনের পরে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, এবং তারা পায়ে দাঁড়াল; আর যারা তাদের দেখল তাদের উপর মহাভয় নেমে এল। প্রকাশিত বাক্য ১১:৭-১১।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শেষকে চিহ্নিত করা সময়কালটি ২০২১ সালে বাইডেনের অভিষেক থেকে ২০২৫ সালে ট্রাম্পের অভিষেক পর্যন্ত। এই সময়কাল শুরু হয়েছিল পেলোসি ট্রায়ালস দিয়ে, যা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং প্রকৃতিগতভাবে পুরোপুরি রাজনৈতিক ছিল। সেই ইতিহাসটি—যা ১৯৮৯ সালে শেষের সময় থেকে গণনা করা ষষ্ঠ প্রেসিডেন্টের মৃত্যু থেকে শুরু করে সাতজনের একজন অষ্টম প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে—রাজনৈতিক বিচার (পেলোসি ট্রায়ালস) দিয়ে শুরু হয়েছিল, এবং রাজনৈতিক নিশানা উল্টে যাওয়ায় তা শেষ হয় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মৃত্যু ও পেলোসি ট্রায়ালসের দ্বিতীয় দফা দিয়ে।

এই ইতিহাসের চিত্রণটি প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে রয়েছে, যার প্রথম পরিপূর্তি ঘটেছিল ফরাসি বিপ্লবে। ফরাসি বিপ্লব হলো গিলোটিনধাঁচের রাজনৈতিক যুদ্ধের এক ধ্রুপদী ঐতিহাসিক উদাহরণ, যেখানে এক শাসক দল আরেকটিকে হত্যা করে, এবং পরে সেই একই শাসক শক্তি উত্খাত হয়ে নিজেরাই নিপীড়িত হয়।

বাইডেনের অভিষেক এবং পেলোসি ট্রায়ালস থেকে ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেক এবং পেলোসি ট্রায়ালসের উল্টে দেওয়া পর্যন্ত যে সময়কাল, তা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে, এবং একইসঙ্গে চিহ্নিত করে কখন ট্রাম্প এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস দ্বারা প্রতীকায়িত একগুচ্ছ নির্বাহী আদেশ পুনরায় বাস্তবায়ন করবেন। ওই নির্বাহী আদেশগুলোর বাস্তবায়ন দ্বিতীয় পেলোসি ট্রায়ালসের সূচনা করবে এবং সেই সময়ের শুরুটিকে চিহ্নিত করবে, যখন পশুর প্রতিমা গড়ে তোলা পুরোদমে শুরু হবে। সেই সময়কালটির সমাপ্তি ঘটে রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সময়; সুতরাং সময়কালটি শুরু হয় এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস-এর সমান্তরাল নির্বাহী আদেশ দিয়ে, এবং শেষ হয় রবিবারের আইন দিয়ে। সেখানেই রিপাবলিকান পার্টির সমাপ্তি ঘটে।

ডেমোক্র্যাটিক দলের সমাপ্তিকাল এবং তারপর রিপাবলিকান দলের সমাপ্তিকাল—উভয় সময়কালই—ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে পরস্পর সংযুক্ত, এবং ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বাইশ বছরের সময়কাল দ্বারা প্রতীকায়িত হয়। ঐ সময়কালে তিনটি মাইলফলক রয়েছে: ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা, তেরো বছর পরে সংবিধান, এবং পরে ১৭৯৮ সালের এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস। এই তিনটি মাইলফলক ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের ধারাবাহিকতায় পূর্ণতা লাভ করে, যদিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাইলফলকের প্রয়োগ প্রতিটি ধারায় ভিন্ন বিন্দুতে ঘটে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই পথচিহ্নগুলো এবং তাদের পূর্তিগুলো ব্যাখ্যা করব।

> মাত্র দুটি পক্ষ আছে; শয়তান তার কুটিল, প্রতারণাময় শক্তি নিয়ে কাজ করে, এবং প্রবল ভ্রান্তির মাধ্যমে সে তাদের সবাইকে ফাঁদে ফেলে যারা সত্যে স্থির থাকে না, যারা সত্য থেকে তাদের কান ফিরিয়ে নিয়েছে এবং কল্পকথার দিকে ফিরেছে। শয়তান নিজেও সত্যে অবস্থান করেনি; সে হলো অধর্মের রহস্য। তার সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে সে

তার আত্মা-নাশক ভ্রান্তিগুলিকে সত্যের আবরণ দেয়। এখানেই তাদের প্রতারণার শক্তি নিহিত। তারা সত্যের জাল প্রতিরূপ হওয়ার কারণেই স্পিরিচুয়ালিজম, থিওসফি এবং তদজাতীয় প্রতারণাগুলি মানুষের মনের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে। এখানেই শয়তানের কৌশলী কার্যপ্রণালী প্রকাশ পায়। সে নিজেকে মানুষের ত্রাণকর্তা, মানবজাতির উপকারক বলে ভান করে; আর এভাবেই সে আরও সহজে তার শিকারদের ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়।

ঈশ্বরের বাক্যে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে যে নিদ্রাহীন সতর্কতাই নিরাপত্তার মূল্য। কেবল সত্য ও ধার্মিকতার সরল পথেই আমরা প্রলোভনকারীর শক্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি। কিন্তু পৃথিবী ফাঁদে আবদ্ধ। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে শয়তান অগণিত পরিকল্পনা ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে তার দক্ষতা প্রয়োগ করে। কপটতা তার কাছে এক উৎকৃষ্ট শিল্পে পরিণত হয়েছে, এবং সে আলোর দেবদূতের বেশে কাজ করে। কেবল ঈশ্বরের দৃষ্টিই বুঝতে পারে তার সেই চক্রান্ত, যা সত্যিকার কল্যাণের আবরণে মিথ্যা ও ধ্বংসাত্মক নীতির মাধ্যমে বিশ্বকে কলুষিত করতে চায়। সে ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করতে, এবং ধর্মজগতে এক ধরনের দাসত্ব নিয়ে আসতে কাজ করে। সংগঠনসমূহ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, ঈশ্বরের শক্তিতে রক্ষিত না হলে, শয়তানের নির্দেশে কাজ করবে মানুষকে মানুষের নিয়ন্ত্রণের অধীন করতে: আর প্রতারণা ও ছলনা সত্যের প্রতি উদ্যম এবং ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতির ছদ্মবেশ ধারণ করবে। আমাদের আচরণে যা কিছু দিনের আলোর মতো উন্মুক্ত নয়, তা অশুভের রাজপুত্রের পদ্ধতির অন্তর্গত। তার পদ্ধতি এমনকি সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টদের মধ্যেও চর্চিত হয়, যারা উন্নততর সত্যের দাবিদার।

যদি মানুষ প্রভু যে সতর্কবার্তাগুলো তাদের কাছে পাঠান তা অগ্রাহ্য করে, তারা মন্দ চর্চায়ও নেতা হয়ে ওঠে; এমন মানুষ ঈশ্বরের বিশেষাধিকার নিজেদের হাতে নিতে চায়—মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় তারা এমন কাজ করতে উদ্যত হয়, যা নিজে ঈশ্বরও করেন না। তারা নিজেদের পদ্ধতি ও পরিকল্পনা চালু করে, এবং ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণার কারণে, তারা অন্যদের সত্যের প্রতি বিশ্বাসকে দুর্বল করে, এবং মিথ্যা নীতিমালা নিয়ে আসে, যা খামিরের মতো কাজ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান ও গির্জাগুলোকে কলুষিত ও দূষিত করবে। যে কোনো বিষয় যা মানুষের ধার্মিকতা, ন্যায় ও পক্ষপাতহীন বিচারের ধারণাকে খর্ব করে, যে কোনো কৌশল বা বিধান যা ঈশ্বরের মানব প্রতিনিধিদের মানবমনের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনে, তা তাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ক্ষুণ্ন করে; এটি আত্মাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কারণ এটি অটল সততা ও ধার্মিকতার পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

ঈশ্বর এমন কোনো ব্যবস্থা সমর্থন করবেন না যার দ্বারা মানুষ সামান্যতম মাত্রায়ও তার সহমানবের উপর শাসন বা অত্যাচার করে। পতিত মানুষের একমাত্র আশা হলো যিশুর দিকে চেয়ে থাকা এবং তাঁকে একমাত্র ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করা। যেইমাত্র মানুষ অন্যদের জন্য লৌহকঠিন নিয়ম আরোপ করতে শুরু করে, যেইমাত্র সে নিজের মনের মত চাপিয়ে মানুষকে চালাতে শুরু করে, তখনই সে ঈশ্বরকে অসম্মান করে এবং নিজের আত্মা ও তার ভ্রাতাদের আত্মাকে বিপদের মুখে ফেলে। পাপী মানুষ কেবল ঈশ্বরেই আশা ও ধার্মিকতা খুঁজে পেতে পারে; এবং যতক্ষণ কারো ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস থাকে এবং তাঁর সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ বজায় থাকে, ততক্ষণই কেবল মানুষ ধার্মিক থাকে। ক্ষেতে ফুটে থাকা এক ফুলের শিকড় মাটিতেই থাকতে হয়; তার জন্য বাতাস, শিশির, বৃষ্টি ও রৌদ্র দরকার। এই সুবিধাগুলি যতটুকু পায়, ততটুকুই তা বিকশিত হয়; আর সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা আত্মার

জীবনে পুষ্টি জোগায় এমন সব কিছুই ঈশ্বরের কাছে থেকে পাই। আমাদের সতর্ক করা হয়েছে যেন আমরা মানুষের উপর ভরসা না করি এবং মানবীয় শক্তিকেই আমাদের অবলম্বন না বানাই। যারা এ কাজ করে, তাদের উপর অভিশাপ ঘোষিত হয়েছে। The 1888 Materials, 1432-1434.